সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগী নির্বাচনের ম্যানুয়েল

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগী নির্বাচনের ম্যানুয়েল

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২২

রচনায়

ড. মাহ্‌বুবা কানিজ হাস্‌না, পিএসও
ড. মো. কামরুজ্জামান, পিএসও
ড. শামীমা বেগম, এসএসও
মো. মহসীন আলী সরকার, এসএসও
ড. নাসরীন আখতার, এসএসও
সাইফুল ইসলাম, এসও

সার্বিক সহযোগিতায়

ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম
মহাপরিচালক, বিনা

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন আমার জীবনের একমাত্র কামনা, “বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।” জাতির পিতার এ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে যেখানে সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ দরিদ্রতা ও অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে আরও ২৫টি মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এ দেশের হাওড়, চর, উপকূল, বরেন্দ্র ও পাহাড়ী এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের মাঠে প্রদর্শনী স্থাপন ও কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে বিনা উদ্ভাবিত ফসলের জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিনায় চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সহায়তা প্রকৃত উপকারভোগীর নিকট পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে উপকারভোগী নির্বাচনের ম্যানুয়েল প্রণয়নের এই উদ্যোগ যুক্তিযুক্ত। আমি সর্বান্তকরণে এই ম্যানুয়ালের সার্থক প্রয়োগ কামনা করছি।

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
১. ভূমিকা	৪
২. উদ্দেশ্য	৪
৩. কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী	৫
৪. কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তায় বিনার কার্যক্রম	৬
৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগী কারা?	৬
৬. উপকারভোগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৭
৭. উপকারভোগী নির্বাচনের উপায়সমূহ	৭
৮. উপকারভোগীদের যেসব তথ্য নথিভূক্ত করতে হবে	৭
৯. উপকারভোগীর তালিকায় নারীদের অন্তর্ভূক্তকরণ	৮
১০. উপকারভোগী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ	৮
১১. পরিশিষ্ট	৯

১. ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে জন্ম নেওয়ার পর বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে যাত্রা শুরু করে। পাচ দশক পর আজ বাংলাদেশ ভিন্নমাত্রার এক সফল দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে একটি স্থিতিশীল সামস্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত করতে দেশের নাগরিকদের বিশেষ করে দরিদ্র ও ঝুকিগ্রস্ত জনগনের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধান ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কৌশল প্রনয়ণের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ২০১১ সালে ঢাকায় সামাজিক নিরাপত্তা শীর্ষক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রনয়ণের ঘোষণা দেয়। ২০১২ সালে সরকার কৌশল প্রনয়ণের একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহন করে। ২০১৩ সালে একটি ফ্রেমওয়ার্ক পেপার প্রস্তুত করা হয় যা পরবর্তীতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রনয়ণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বিগত বছরগুলোতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২১ অনুসারে কাজ হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৬ চলমান। ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গত অর্থ বছরের চেয়ে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার দেশের নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচীসমুহের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) দেশের ১৮ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা প্রদানে কৃষকদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাঠ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকদের সার, বীজ, চারা, বালাইনাশক ও নগদ টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে বিনামূল্যে কৃষকদের মধ্যে বীজ ও চারা বিতরন করা হয়। ফসল উৎপাদন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের স্বাবলম্বী করা হয়। এ সব কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে।

২. উদ্দেশ্য

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কৌশল প্রনয়ণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীগুলোকে আরও নিখুত ও কার্যকর করে তুলে ব্যয়িত অর্থ থেকে সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করা। বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে ফসলের নতুন জাত ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ জ্ঞান কৃষকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। তবে এই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলোর ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের জন্য দরকার

যথার্থভাবে উপযুক্ত উপকারভোগী নির্বাচন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর একটা বড় চ্যালেঞ্জ উপকারভোগী নির্বাচন। নিরপেক্ষভাবে উপকারভোগীর তালিকা তৈরী না হলে উপযুক্ত কৃষক তালিকা থেকে বাদ পড়বে এবং কর্মসূচীর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ। এখন পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিনার নিজস্ব কোনো ম্যানুয়েল নেই। এতদিন কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের সহায়তায় আগ্রহী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নির্বাচন করা হতো। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২৬ তৈরীর অংশ হিসেবে বিনায় পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচী/প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিজস্ব ম্যানুয়েল অনুসরনের জন্য বলা হয়েছে।

৩. কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ। জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আমাদের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সবোর্চ্চ গুরুত্ব প্রদান করে কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সবোর্চ্চ বিবেচনায় নিয়ে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র কৃষি ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং দিকনির্দেশনায় খোরপোষের কৃষি আজ বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হয়েছে। খাদ্য শস্য উৎপাদন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংসস্থান ও রপ্তানি বাণিজ্যে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিজমি কমতে থাকাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী পরিবেশেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উদাহরণ। ধান, গম ও ভুট্টায় বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে ক্রমেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে সপ্তম, আম উৎপাদনে সপ্তম। আর মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ অবস্থানে।

চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫৭ লাখ কৃষকের মাঝে ৩৭২ কোটি টাকার প্রণোদনা প্রদান করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় মোট জমির পরিমাণ ২৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বিঘা। মহামারি করোনা মোকাবিলা ও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। প্রণোদনার আওতায় রয়েছে বীজ, চারা, সারসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও আনুষঙ্গিক সহায়তা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত বাজেট কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতের বরাদ্দ হতে এ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। ৩৭২ কোটি টাকার প্রণোদনার মধ্যে করোনা ও বন্যায় ক্ষতি পূরণে দেয়া হয়েছে ১১২ কোটি টাকা। রবি মৌসুমে

মাসকলাই, মুগ, সূর্যমুখী, সরিষা, ভুট্টা প্রভৃতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে দেয়া হয়েছে ৯০ কেটি টাকার প্রণোদনা। এছাড়া, বোরো ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনামূল্যে বীজ সহায়তা বাবদ ১৩৬ কোটি টাকা, পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ২৫ কোটি টাকা ও ৬১ জেলায় সমলয়ে হাইব্রিড বোরো ধান চাষের জন্য ৯ কোটি টাকার প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

৪. কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তায় বিনার কার্যক্রম

কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তায় বিনা বিনামূল্যে সার, বীজ ও চারা বিতরণ করে থাকে। নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করে তা নিজ উদ্যোগে অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোরায় পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। প্রদর্শনী স্থাপন, মাঠ দিবস, কৃষি র‍্যালি, কৃষক গণ সমাবেশ ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে কৃষকদের সামাজিক জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি করে কৃষককে নতুন কৃষি প্রযুক্তি গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে। উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র স্মারক নং-০৭.১১১.০৩১.০১.০০.০১৪.২০১০-১৮ তারিখ: ১২.০১.২০১৭ অনুসরন করা হয়। কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত লিফলেট, বুকলেট, পুস্তিকা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে কৃষকদের সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়নেও বিনা সহায়তা করে থাকে।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগী কারা

দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় যারা সরাসরি উপকারভোগী তাদের মধ্যে রয়েছেন-গরিব/অতি গরিব প্রবীণ ব্যক্তি, গরিব/অতি গরিব বিধবা/স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, চা শ্রমিক প্রমুখ।

বাংলাদেশের কৃষক প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন করে যেমন দেশবাসীর খাদ্য চাহিদা পূরণ করছেন, তেমনি নিজেদের ভাগ্যেরও পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। প্রচলিত ফসলের পাশাপাশি নানা অপ্রচলিত ফসল উৎপাদনেও তারা সফলতা দেখাচ্ছেন। কৃষির সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের কৃষকের প্রাণ। দেশের কৃষক দারিদ্রমুক্ত হওয়া মানেই, দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া। কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীগুলো কৃষকদের ঘিরেই আবর্তিত। তাই বলা যায় কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার প্রত্যক্ষ উপকারভোগী কৃষকগণ।

৬. উপকারভোগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ক. প্রকৃত চাহিদাসম্পন্ন প্রান্তিক কৃষকদের নির্বাচন করতে হবে।

খ. কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত এমন ব্যক্তি।

খ. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হবে।

গ. অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

ঘ. নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল গ্রহণে আগ্রহী থাকতে হবে।

ঙ. কৃষিকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে।

চ. আশেপাশের অন্যান্য কৃষকদের সাথে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে।

ছ. নির্বাচিত কৃষকরা কাছাকাছি এলাকার হবে যাতে তারা তাদের মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান করতে পারে।

৭. উপকারভোগী নির্বাচনের উপায়সমূহ

ক. বিভিন্ন সম্প্রসারন কর্মকান্ড যেমন প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, কৃষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পরিচালনের সময় যোগাযোগ।

খ. সম্প্রসারন কর্মকর্তা বিশেষ করে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

গ. এসএএও ডায়েরী, প্রদর্শনী রেজিস্টার, মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার সাহায্যে।

ঘ. অংশগ্রহনমূলক গ্রামীন সমীক্ষা (পিআরএ) পরিচালনার মাধ্যমে।

ঙ. আনুষ্ঠানিক জরিপের মাধ্যমে।

চ. অন্যান্য সংস্থার সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করে।

৮. উপকারভোগীদের যেসব তথ্য নথিভূক্ত করতে হবে

ক. উপকারভোগীর নাম

খ. পিতা ও মাতার নাম

গ. NID নম্বর

ঘ. ইউনিয়ন-উপজেলা-জেলা

ঙ. কৃষি কার্ড নম্বর

চ. মোবাইল নম্বর

ছ. ব্যাংক একাউন্ট নম্বর /বিকাশ নম্বর

৯. উপকারভোগীর তালিকায় নারীদের অন্তর্ভূক্তকরণ

জেন্ডার সমতা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের নারী ঐতিহ্যগতভাবে কঠোর পরিশ্রমী। কিন্তু জেন্ডার বৈষম্যের কারণে অনেক আর্থ সামাজিক সূচকে তারা পিছিয়ে আছে। নারীকে এগিয়ে নিতে দারিদ্র্য কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা, মানব উন্নয়নসহ বিভিন্ন্ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। ২০১৮ সালের মে মাসে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট জেন্ডারনীতি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ৩৫টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিবগনণর সমন্বয়ে গঠিত "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি" শীর্ষক আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অন্তর্ভূক্তিকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসল মাড়াই, বীজ সংরক্ষণ, আঙিনায় সবজী ও ফল উৎপাদন, ছাদকৃষি ইত্যাদি কাজে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। তাই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীর তালিকায় নারী কৃষক অন্তর্ভূক্ত করা যুক্তিযুক্ত।

১০. উপকারভোগী নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ

দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতা বেড়েছে। কিন্তু এর কার্যকারিতা এখনো আশানুরুপ নয়। কর্মসূচিগুলির প্রক্রিয়াগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা রয়ে গেছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে অনেকে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু কিছু অপব্যহারও হচ্ছে। যাদের পাওয়া দরকার তাদের অনেকে এই সুবিধা পাচ্ছেন না। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর অনেক ক্ষেত্রে উপকারভোগীর মান কি হবে তা নির্ধারন করা হয়নি বলে কার্যকর উপকারভোগী নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে স্বচ্ছতা আনয়ন করে ও সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন করে বাস্তবায়ন করতে পারলে এটি হতে পারে বিশ্বের 'রোল মডেল'।

কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনেও কিছু জটিলতা আছে যার কারনে প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া কৃষকদের কাছে এর সুফল পৌঁছে দিতে বিলম্ব হচ্ছে। কৃষক সম্পৃক্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষি কার্ড নম্বর, ব্যাংক একাউন্ট নম্বর /বিকাশ নম্বর সব ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষিজমির মালিকানা ও বর্গার ক্ষেত্রে চুক্তি দলিলে নারী কৃষকের স্বীকৃতি নেই বলে, দেশের নারী কৃষকদের প্রকৃত তালিকা নেই। উপকারভোগী কৃষকদের বিভিন্ন তথ্য দিয়ে একটি কার্যকর তথ্যভান্ডার কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়নি।

১১. পরিশিষ্ট

২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘স্কেলিং আপ সোশাল প্রোটেকশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, “সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্ধেকের বেশি জনগোষ্ঠী যাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তাদেরকে সাহায্য করা এবং তাদেরকে মধ্যম আয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা”। বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতা বেড়েছে এবং এটি দারিদ্র্য হার হ্রাসের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু এখনও সামাজিক নিরাপত্তার চিত্র সত্যিকার অর্থে প্রত্যাশিত পর্যায়ের চাইতে কম। প্রকৃত উপকারভোগীরা যথাযথভাবে চিহ্নিত না হলে কর্মসূচীসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না। আশা করা যায় উপকারভোগী নির্বাচনের এই ম্যানুয়েল কর্মসূচীসমূহের জবাবদিহিতা সৃষ্টি করবে ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের কাংঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সাহায্য করবে।

ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২